কয়েক সপ্তাহ্‌র বিশ্রাম

করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা

সুধী পাঠক দীর্ঘ দু'বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে প্রচুর পরিশ্রম করে রোদেপোড়া, জলেভেজা একজন মালাকারের মত সাথীদের নিয়ে আমি আপনাদের 'সাহিত্য মন' বৃক্ষের শেকড়ে ধারাবাহিকভাবে জল সিঞ্চন করে এসেছি। এবার একটু বিশ্রাম নেয়ার পালা, বিশ্রামে নাকি পুনরায় পূর্নদ্যেমে কাজ করার উদ্দিপনা ও শক্তি সঞ্চিত হয়। ধর্মে বিশ্বাসী অনেকে মনে করেন স্বয়ং ঈশ্বরও জগৎসংসার পরিচালনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ান, ক্লান্ত হয়ে পড়েন, আর তাই তিনিও সাপ্তাহিকভাবে একদিন বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। ধর্মীয় সেই ধারণার আলোকেই ঈশ্বরদুত দাউদের অনুসারীরা [ইয়াহুদী] প্রতি শনিবারকে পবিত্রদিন উল্লেখ করে ছুটি উপভোগ করে থাকেন। ঈশ্বরের পুত্র ঈসার অনুসারীরা [খৃষ্ঠান] রবিবারকে বিশ্রাম ও পবিত্র দিবস মনে করে সবধরনের কায়িক শ্রম করা থেকে সেদিন বিরত থাকেন। আর ঠিক একই প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্‌র বন্ধু মোহাম্মদের উম্মতেরা [মুসলমান] উপরেউল্লেখিত দুটি দিবসের সন্ধিক্ষনের দিন অর্থাৎ শুক্রবারকে তাদের সাপ্তাহীক মহামিলনের [জুম্মা] দিবস হিসাবে 'রিজার্ভ' করে ফেলেন। উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যে নাজেল হওয়া তিনটি ধর্ম যখন সপ্তাহের পর পর তিনটি দিবসকে পরমেশ্বরের নামে 'বুকিং' দিয়ে নিয়ে গেল তখন শান্ত-শীতল প্রাচ্যের দেশগুলোর ধর্ম হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফুশিয়ানরা কোনদিনটিকে তাদের 'ভগবানের বিশ্রাম দিবস' হিসেবে গন্য করেন তা খুঁজে দেখার আগ্রহ আমি আর কখনো পাইনি।

আধুনিক বিশ্বে ধর্মের মায়াজালে আবিষ্ঠ ছোটখাটো কিছু দেশ আছে যেখানে এখনো রাষ্ট্রিয় আদেশক্রমে রবিবারে কেউ উনুনে হাড়িও চাপেননা, বরং সেদিন গীর্জা শেষে ঘরে ফিরে অলস দুপুরে কর্মঠ ও ব্যস্ততম গৃহিনীরা সকলে সারিবেঁধে উকুন শিকারে পরষ্পরের কেশরাজীতে অঙ্গুলী সঞ্চালন করে আয়েসে দিন কাটিয়ে দেন। প্রশান্ত মহাসাগরে ঈসা নবীর উম্মতদের কয়েকটি দেশে রবিবারে রাষ্ট্রিয় পর্যায়ের কোন সড়ক, জলপরিবহন এমনকি উড়োজাহাজও চলেনা। সামোয়া, ভানুয়াতু ও টোঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের নদী ও আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরগুলো সপ্তাহের এই দিনটিতে মর্গের মত নিশব্দ হয়ে পড়ে থাকে।

সে যাই হোক, আমাদের বিশ্রাম কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়, মাত্র চারটি সপ্তাহ। কারণ আছে অবশ্যই। আগামী জানুয়ারীর গোড়াব্দি বালি দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি ও তাহিতি সহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েকটি দেশে আমি সপরিবারে অবকাশ যাপনে থাকবো। ছুটির ফাঁদে কোনভাবে আমি কাজের বোঝা কাঁধে বইতে চাইছি না বলে আমাদের আপডেট আগামী বছর অব্দি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর নির্ঝঞ্জাট এই অবকাশ যাপনের প্রস্তুতির জন্যে গত দু সপ্তাহ আমরা কোন আপডেট করতে পারিনি। সে জন্যে কোন ভুমিকা বা ভনিতা না করেই আমার সাথীদের সাথে নিয়ে সারিবেঁধে বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে আমি করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমরা আশা করি আসছে বছরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পূর্ণদ্যেমে স্রোতস্বিনি কর্ণফুলী পুনরায় বইতে শুরু করবে। সে পর্যন্ত আমাদের বিশ্রাম মঞ্জুর করার জন্যে অগনিত শুভাকাঙ্খী, পাঠক ও সমমনা সাথীদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিচ্ছি। অবকাশান্তে খরচের তুফানে দিগম্বর হয়ে ঘরফেরতের আশঙ্কা এড়াতে মুঠোফোন সাথে নিলেও এস.এম.এস অথবা তড়িৎডাক ছাড়া কাউকে যোগাযোগ করতে সাহস পাচ্ছিনা। আমার সাথে যোগাযোগের সেই হদিসগুলো কর্ণফুলীর হোমপেজের সর্বনিম্নে 'কণ্টাক্ট' নামক বোতামে টোকা মারলেই দেখা যাবে। সে অব্দি সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। কর্ণফুলী পরিবারের পক্ষ থেকে আগামী বছরের অগ্রীম শুভেচ্ছা রইলো সকলের জন্যে। ধন্যবাদ

- - - - - প্রধান সাম্পানওয়ালা